

সংস্কৃত-বিশ্ববিদ্যা

(দশম খণ্ডাভিযান)

শ্রীমন্নহর্ষি গর্গাচার্য্য প্রণীত ।

মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ একত্র ।

ভট্টপন্নীনবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-

সম্পাদিত ।

কলিকাতা,

৬ নং ভবানী দত্ত লেন, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রিক-মেশিন-ঘরে'

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত ।

সন ১৩৩৩ সাল ।

মূল্য—৪, চারি টাকা মাত্র ।

ভূমিকা :

গর্গ-সংহিতা যদুকুলের আচার্য্য মহামুনি গর্গ, মহর্ষি শৌনক প্রভৃতির দ্বিগুণে প্রথম প্রকাশ করেন। এই সংহিতা অতি মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলায় পারিপূর্ণ। শ্রীমতী রাধার মাধুর্য্যরসমিশ্রিত বিবিধ যুগান্ত এই গর্গ-সংহিতায় বর্ণিত। ভক্ত-ভাবুক বৈষ্ণবের এই গ্রন্থ পরম সগানরের বস্তু। শ্রীমদ্-ভাগবতেও যাহা অতি গুঢ়, মহামুনি গর্গাচার্য্য সেই সকল তত্ত্ব এই গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠে অভ্যন্তর ভক্তির উদয় হয়, ভক্তের ভক্তিসিকি হয় ; এই গ্রন্থ পাঠে ঐতিহাসিকের ইতিহাস জ্ঞান, পৌরাণিকের পুরাণার্থে বিচক্ষণতা, কাব্যমোদীর কবিত্ব লাভ, অধার্ম্মিকের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্মে পরম আসক্তি হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ এতদিন বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয় নাই, “বঙ্গবাসী” হইতে ইহা নূতন মুদ্রিত হইল। যোগা অনুবাদক শ্রীমান শ্রীরাম শাস্ত্রী যখন স্বয়ং অনুবাদ করিয়াছেন, তখন এই অনুবাদ যে বিস্তৃত মূলানুগত হইয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস। কতিপয় স্থান আমি মূলের সঙ্গে মিলাইয়াও দেখিয়াছি। যদি কোন উপযুক্ত পাঠক এই গ্রন্থে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পান, তাহা অনুবাদককে জ্ঞাপন করিয়া আমাকে আনন্দিত করিবেন।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

বনচন্দ্রের বৃন্দাবন ভাগ করিয়া কংসবধচ্ছলে মথুরায় গমন এবং পুনঃ ব্রজে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরাধা ও গোপীগণের সহিত মহারাস। ষষ্ঠ দ্বারকাথণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের দ্বাবক্য সমাগম ও রাধা-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার। সপ্তম বিশ্বজিৎথণ্ডে প্রহ্ম্য দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে নানা দেশ মহাদেশ নগরী মহানগরী রাজ্য রাজ্য প্রভৃতি প্রকৃষ্ট ইতিহাস প্রকাশ। অষ্টম বলভদ্রথণ্ডে বলরামের অবতারলীলা। নবম বিজ্ঞানথণ্ডে ভক্তিরিওগের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য প্রচার। দশম অশ্বমেধথণ্ডে অশ্বরক্ষণব্যাপদেশে অনিরুদ্ধের বিজয় লীলায় বহু ইতিহাস প্রকাশ ও পথ প্রসঙ্গে কৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে আগমন, মিলনাশায় ব্রজরাজ কর্তৃক অশ্বগ্রহণ, রাধা-কৃষ্ণ মিলন ও পুনরায় মহারাস। এতদভিন্ন সম্বোধন তন্ত্রোক্ত “মাহাত্ম্যথণ্ড” নামে আরও একটী থণ্ড নিযোজিত হইল। উহাতে গর্গসংহিতা শ্রবণে বজ্রনাভাস্বজ পৰম ভাগবত প্রতিবাত্তর পুত্রনাভরতান্ত হরপার্ষিত্য সংবাদে বিরত।

এ গ্রন্থের ভবিষ্য-সূচনায় বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বাক, বলভাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য প্রভৃতির নাম আছে, ত্রিকালদশী ঋষি মহর্ষির এইকপ ভবিষ্যবাণী নানা পুরাণ ইতিহাসে বহুলভাব্যেই বিদ্যমান। ভাগবতের ভবিষ্যৎ বর্ণিত এইকপ নন্দরাজ ও চন্দ্রপুত্র চাকোব নাম পবিত্র হইয়া থাকে।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়ের উৎসাহেই এই গ্রন্থ প্রকাশ। অনুবাদ বিষয়ে আমরা উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বহু সুপারামর্শ পাইয়াছি। তিনি বৈষ্ণব, গোস্বামী ও সুপণ্ডিত; সূত্রনাঃ তাঁহার এ দয়া স্বভাবসিদ্ধ। গোস্বামী মহাশয়ের পবামর্শে আদর্শ ও একাধিক সংগৃহীত হইয়াছিল; সূত্রনাঃ শোভন সম্বন্ধে সাহায্য সুযোগও ঘটিয়াছিল। ইতি—

ও রঃ অঃ প্ৰিন
১৩৩৩।

}

প্রকাশক।

মুচিপত্র ।

বয়স	পৃষ্ঠা ।
গোলোকখণ্ড ।	
১ম অধ্যায় । মঙ্গলাচরণ,—ঐক্য- মাহাত্ম্য ও অবতার-বর্ণন	১
২য় অঃ । গোলোকধাম বর্ণন	৪
৩য় অঃ । কৃষ্ণসহায়ার্থ দেবগণের ব্রজে জন্মগ্রহণ	৯
৪র্থ অঃ । নন্দ, রূপভানু ও গোপী প্রভৃতি বর্ণন	১৩
৫ম অঃ । বিবিধ গোপীজন্ম-কথা	১৮
৬ষ্ঠ অঃ । কংস জন্মাদি-বর্ণন	২০
৭ম অঃ । কংস-দ্বিধিজয়	২৫
৮ম অঃ । রাধাজন্মবৃত্তান্ত	২৯
৯ম অঃ । বসুদেব বিবাহ-বর্ণন	৩২
১০ম অঃ । বলদেব জন্ম	৩৪
১১শ অঃ । ঐক্য জন্মাদি-বৃত্তান্ত	৩৮
১২শ অঃ । নন্দমহোৎসব-বর্ণন	৪৪
১৩শ অঃ । পৃথনামোক্ত ও কৃষ্ণকবচ	৪৮
১৪শ অঃ । শকটাসুর ও ভৃগুবার্ভব	৫১
১৫শ অঃ । কৃষ্ণ নামকরণ	৫৬
১৬শ অঃ । রাধিকা বিবাহ	৬১
১৭শ অঃ । কৃষ্ণের বালচরিত্র দধিস্তেয়াদি বর্ণন	৬৮
১৮শ অঃ । কৃষ্ণ কর্তৃক যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন	৭১
১৯শ অঃ । যমলার্জুন ভক্ত	৭৩
২০শ অঃ । দুর্দাসার কৃষ্ণ-ভক্তি	৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
৩য় অঃ । ষণ্মুনার মথুরা গমন	৮৮
৪র্থ অঃ । বৎসানুরমোক্ত	৯১
৫ম অঃ । বকানুরমোক্ত	৯৩
৬ষ্ঠ অঃ । অশ্বানুরমোক্ত	৯৬
৭ম অঃ । ব্রহ্মা কর্তৃক বৎসহরণ	৯৭
৮ম অঃ । ব্রহ্মার কৃষ্ণরূপ দর্শন	১০০
৯ম অঃ । ব্রহ্মার কৃষ্ণভক্তি	১০৪
১০ম অঃ । ঐক্যের গোচারণ	১০৯
১১শ অঃ । বেহুকানুর মোক্ত	১১২
১২শ অঃ । কালিয়দমন ও দাবারিপান	১১৫
১৩শ অঃ । শ্যেনাগোপাখ্যান	১১৮
১৪শ অঃ । কালিরোপাখ্যান	১২০
১৫শ অঃ । রাধাকৃষ্ণ প্রেম-বর্ণন	১২৩
১৬শ অঃ । রাধার তুলসী-পূজা	১২৬
১৭শ অঃ । রাধাকৃষ্ণ মিলন	১২৯
১৮শ অঃ । রাধার কৃষ্ণদর্শন	১৩২
১৯শ অঃ । বৃন্দাবনে রাসকৌতুহল	১৩৬
২০শ অঃ । রাসকৌতু	১৩৯
২১শ অঃ । রাসকৌতু	১৪২
২২শ অঃ । রাসকৌতু	১৪৫
২৩শ অঃ । শম্বুচূড়বধ	১৪৮
২৪শ অঃ । রাসপ্রসঙ্গে আশুরির কথা	১৫২
২৫শ অঃ । রাসকৌতু	১৫৫
২৬শ অঃ । শম্বুচূড়োপাখ্যান	১৫৮

গিরিরাজখণ্ড ।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
বৃন্দাবনখণ্ড ।	
১ম অঃ । বৃন্দাবন গমনে নন্দাদির উদযোগ	৮০
২য় অঃ । গোবর্দ্ধনোৎপত্তি কথা	৮৪
১ম অঃ । গোবর্দ্ধন পূজাবিধি	১৬২
২য় অঃ । গোবর্দ্ধন মহোৎসব	১৬৫
৩য় অঃ । ইন্দ্রবজ্র-ভঙ্গ ও গোবর্দ্ধন ধারণ	১৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪র্থ অঃ। সুরতি কর্তৃক কৃষ্ণাভিষেক	১৭০	১৪শ অঃ। জালন্ধরী সখীগণের	
৫ম অঃ। কৃষ্ণের বর্ণ দর্শনে গোপ-		উপাখ্যান	২১৮
গণের সন্দেহ ও বিবাদ	১৭২	১৫শ অঃ। নাগেন্দ্রকণ্ঠা সখীগণের	
৬ষ্ঠ অঃ। গোপকৃত কৃষ্ণবিভূতি পরীক্ষা	১৭৫	উপাখ্যান	২২১
৭ম অঃ। গোবর্দ্ধনের অঙ্গীভূত		১৬শ অঃ। যমুনা কবচ	২২২
তীর্থ বর্ণন	১৭৮	১৭শ অঃ। যমুনা স্তব	২২৩
৮ম অঃ। গোবর্দ্ধন বিভূতি বর্ণন	১৮১	১৮শ অঃ। যমুনাপূজা পদ্ধতি	২২৫
৯ম অঃ। বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনাবতার		১৯শ অঃ। যমুনা মহশ্রয় নাম	২২৬
কথা	১৮২	২০শ অঃ। প্রলব্ধ বধ	২৩৫
১০ম অঃ। গোবর্দ্ধন শিলামাহাত্ম্য	১৮৫	২১শ অঃ। কৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের	
১১শ অঃ। সিদ্ধ-মোক্ষ-বর্ণন	১৮৮	দাবায়ি মোক্ষ ও বিপ্রপত্নীগণের	

মাধুর্য্যখণ্ড ।

১ম অঃ। ঋতিরূপা গোপীগণের	
উৎপত্তি	১৯১
২য় অঃ। ঋতিরূপা গোপীগণের	
উৎপত্তি	১৯৫
৩য় অঃ। মৈথিলী গোপীগণের	
উৎপত্তি	১৯৭
৪র্থ অঃ। কোশলা গোপীগণের	
উৎপত্তি	১৯৮
৫ম অঃ। অযোধ্যাপুরবাসিনী	
গোপীজন্ম	১৯৯
৬ষ্ঠ অঃ। অযোধ্যাপুরবাসিনী গোপী-	
গণের উপাখ্যান	২০১
৭ম অঃ। কৃষ্ণকর্তৃক অযোধ্যা-	
গোপীগণের পাণিন্দীভন	২০৪
৮ম অঃ। যজ্ঞসীতা গোপীর	
উপাখ্যান	২০৬
৯ম অঃ। একাদশী মাহাত্ম্য	২১০
১০ম অঃ। পৌলিন্দ গোপীকথা	২১১
১১শ অঃ। কৃষ্ণসখীগণের উপাখ্যান	২১৩
১২শ অঃ। হোলি উৎসব	২১৫
১৩শ অঃ। দেবনারীরূপা সখীগণের	
উপাখ্যান	২১৭

মথুরাখণ্ড ।

১ অঃ। শ্রীকৃষ্ণনয়ন জন্তু কংসের	
মহাণা।	২৪৪
২ অঃ। কৃষ্ণকর্তৃক কেশিবধ	২৪৬
৩ অঃ। বৃন্দাবনে অকুরগামন	২৪৮
৪ অঃ। নন্দাদিসহ কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা	২৫১
৫ অঃ। যমুনা জলমধ্যে অকুরের ভগবদর্শন,	
কৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ, রজকবধ ও	
বসুগ্রহণ	২৫৫
৬ষ্ঠ অঃ। মালিকার গৃহে গমন, কুজার	
বিকুজীকরণ, কংসবহুভঙ্গ	২৫৮
৭ম অঃ। কৃষ্ণকর্তৃক কুবলয়াপীড়বধ ও	
কংস মল্লগণসহ যুদ্ধ	২৬৩
৮ম অঃ। কংসবধ	২৬৭
৯ম অঃ। রামকৃষ্ণের বসুদেব-দেবকী-	
সাক্ষাৎকার, উপনয়ন, সান্দীপনিগৃহে	
অধ্যয়ন, গুরু মৃতপুত্র আনয়ন	২৭১
১০ম অঃ। রজক, তন্তুবায়ক ও সূদামার	
উপাখ্যান	২৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১১শ অঃ। কুজা ও কুবলয়াগীড়ের পূর্ব- জন্ম	২৭৭
১২শ অঃ। চাপুয়াদির পূর্বজন্ম কথা	২৭২
১৩শ অঃ। ব্রজ উদ্ধবাগমন	২৮১
১৪শ অঃ। নলের সহিত উদ্ধবের মিলন ও কুকের কুশল বর্ণন	২৮৪
১৫শ অঃ। রাধিকাদির করে কুসুমদন্ত পত্রার্পণ	২৮৮
১৬শ অঃ। রাধিকা ও গোপীগণের প্রতি আশ্বাসপ্রদান	২৯৩
১৭শ অঃ। রাধিকাপ্রমুখ গোপীগণের বিরহ খেদোক্তি	২৯৫
১৮শ অঃ। উদ্ধবের মধুরায় প্রত্যাবর্তন	৩০০
১৯শ অঃ। কুকের ব্রজাগমনোৎসব	৩০৩
২০শ অঃ। রাধাকৃষ্ণ কর্তৃক ঋতু ঋষির যুক্তিদান	৩০৬
২১শ অঃ। রাগগণের বাক্যে অপমান বোধে নারদের সরস্বতীর আরাধনা, সাক্ষাৎকার, স্তব ও তৎকর্তৃক তাল মান পরসহ ছায়ায় কোটি প্রকার রাগরাগিণী শিক্ষা	৩১০
২২শ অঃ। নারদোপাখ্যান বর্ণন	৩১৪
২৩শ অঃ। নন্দব্রজ হইতে কুকের পুনঃ মধুরায় আগমন	৩১৭
২৪শ অঃ। কোল নামক দৈত্য-বধ	৩১৯
২৫শ অঃ। শ্রীমধুরামাহাভ্যাস-বর্ণন	৩২৩

চারকাণ্ড

১ম অঃ। জরাসন্ধপরাজয়	৩৩০
২য় অঃ। সমুদ্র মধ্যে ঋতুকাপুত্রী নির্মাণ ও যাদবগণসহ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের বাস- কথন	৩৩৪
৩য় অঃ। বলরাম-বিবাহোৎসব বর্ণন	৩৩৭
৪র্থ অঃ। কল্লী কর্তৃক ব্রাহ্মণকে দূতরূপে চারকায় প্রেরণ ও শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডিন নগরে আগমন	৩৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা।
৫ম অঃ। অমৃতপুর হইতে ভবানী পূজনার্হ কল্লীগীর বহির্গমন	৩৪২
৬ষ্ঠ অঃ। কল্লীগীরগণপ্রসঙ্গে রাজগণের সহিত বুদ্ধ ও বিজয়	৩৪৫
৭ম অঃ। শ্রীকৃষ্ণ-বিবাহ	৩৪৮
৮ম অঃ। সত্যভামাদি অন্তোন্তর বোদ্ধ সহস্র মহাবীর বিবাহ বর্ণন ও তৎ- প্রসঙ্গে স্তম্ভকোপাখ্যান কথন	৩৫১
৯ম অঃ। রৈবতক পরীক্ণের অবতরণ	৩৫৩
১০ম অঃ। গোমতী ও চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য	৩৫৬
১১শ অঃ। চক্রতীর্থে গজকুন্তীরমুক্তি	৩৫৯
১২শ অঃ। শম্বোদ্ধার মাহাত্ম্য	৩৬১
১৩শ অঃ। গোমতী-সিন্ধু-সঙ্গম মাহাত্ম্য	৩৬৩
১৪শ অঃ। রত্নাকর ও রৈবতক পরীক্ণ- মাহাত্ম্য	৩৬৫
১৫শ অঃ। কপিটক বৃগকৃপ ও গোপী ভূমি- মাহাত্ম্য কথন	৩৬৮
১৬শ অঃ। সিদ্ধাশ্রম প্রভাবে, গোপীগণের রাধারূপ দর্শন	৩৭১
১৭শ অঃ। রাধাপ্রেম-প্রকাশ	৩৭৪
১৮শ অঃ। রাসোৎসব	৩৭৭
১৯শ অঃ। লীলাসরোবরাদি তীর্থমাহাত্ম্য	৩৮১
২০শ অঃ। সপ্ত সমুদ্র মাহাত্ম্য	৩৮৩
২১শ অঃ। পিণ্ডারক-মাহাত্ম্য	৩৮৫
২৩শ অঃ। সূদামা বিপ্রেয় উপাখ্যান	৩৮৮

বিংশতিখণ্ড ।

১ম অঃ। মকন্তোপাখ্যান	৩৯৪
২য় অঃ। প্রহ্লাদের বিজয়াভিষেক	৩৯৭
৩য় অঃ। দ্বিষজয়ে যাদববৈশম্ত্যের অভিধান	৩৯৯
৪র্থ অঃ। প্রহ্লাদের দ্বিষজয়যাত্রা	৪০২
৫ম অঃ। কচ্ছ ও কলিক্ণেয় জয়	৪০৪
৬ষ্ঠ অঃ। মক্খমা মালব ও মহিম্যতী জয়	৪০৬
৭ম অঃ। গুজরাট ও চৌদিশ জয়	

বিষয়	পৃষ্ঠা।
৮ম অঃ। ছামান ও শক্ত বধ	৭১২
৯ম অঃ। চেদিদেশবিজয়	৪১৪
১০ম অঃ। যাদবগণের বক্রবদেশ গমন	৪১৭
১১শ অঃ। দন্ত বক্রের যুদ্ধ ও কর বিজয়	৪২১
১২শ অঃ। অগস্ত্যের নিকট প্রহ্মায়ের উপদেশ প্রার্থনা	৪২৪
১৩শ অঃ। শাশ মন্ডার ও লক্ষা বিজয়	৪২৭
১৪শ অঃ। দ্রাবিড় দেশ জয়	৪৩১
১৫ শ অঃ। কেকয় বিজয়	৪৩৪
১৬শ অঃ। জনকোপাখ্যান	৪৩৭
১৭শ অঃ। মাগধ বিজয়	৪৩১
১৮শ অঃ। মাথুর ও শূরসেন বিজয়	৪৪৫
১৯শ অঃ। কৌববোপাখ্যান	৪৪৯
২০শ অঃ। কোবব-যাদব-যুদ্ধ	৪৫২
২১শ অঃ। কোবব-সম্মেলন	৪৫২
২২শ অঃ। ভারত জয়ান্তর প্রহ্মায়ের পর্যটনর প্রবেশ গমন	৪৫৮
২৩শ অঃ। যক্ষদেশযাত্রা	৪৫৯
২৪শ অঃ। যক্ষ-যুদ্ধ	৪৬৬
২৫শ অঃ। যক্ষ-বিজয়	৪৭০
২৬শ অঃ। কিস্পুকম গুণ্ড বিজয়	৪৭৪
২৭শ অঃ। দক্ষিণ দেশ বিজয়	৪৭৯
২৮শ অঃ। উত্তরকুরু বিজয়	৪৮১
২৯শ অঃ। ত্রিরাগণ্ড বিজয়	৪৮৫
৩০শ অঃ। মানব দেশ বিজয়	৪৮৭
৩১শ অঃ। ময়ূরদেশ বিজয়	৪৯১
৩২শ অঃ। হৃষ্টদৈত্য বধ	৩৯৫
৩৩শ অঃ। ভূতসম্ভাপন দৈত্যবধ	৪৯৯
৩৪শ অঃ। বৃকদৈত্য বধ	৫০৩
৩৫শ অঃ। কালনাভ দৈত্য বধ	৫০৬
৩৬শ অঃ। মহানাভ দৈত্য বধ	৫০৬
৩৭শ অঃ। হরিশ্চন্দ্র দৈত্য বধ	৫১০
৩৮শ অঃ। শকুনি-যুদ্ধ বর্ণন	৫১২
৩৯শ অঃ। শকুনি যুদ্ধে কুরুগমন	৫১৬
৪০শ অঃ। শকুনিযুদ্ধে গরুড়ের আগমন	৫২০

বিষয়	পৃষ্ঠা।
৪১শ অঃ। শকুনি দৈত্য বধ	৫২৫
৪২শ অঃ। ভদ্রাশ্বগুণ্ড বিজয়	৫২৮
৪৩শ অঃ। বেদনগর বর্ণন	৫৩০
৪৪শ অঃ। বেদাদিকৃত কুরুভক্তি	৫৩৪
৪৫শ অঃ। রাগরাগিণীগণ কর্তৃক কুরুধ্যান	৫৩৭
৪৬শ অঃ। বলরামকর্তৃক বলস্তুমালতী- পূজা কর্ষণ	৫৪০
৪৭শ অঃ। শক্রসংহার সহিত প্রহ্মায়ের যুদ্ধ	৫৪২
৪৮শ অঃ। প্রহ্মায়ের দ্বারকা প্রত্যাগমন	৫৪৬
৪৯শ অঃ। রাজসূয় যজ্ঞে উগ্রসেন কর্তৃক স্বজন-নিমন্ত্রণ	৫৫০
৫০শ অঃ। উগ্রসেনের রাজসূয় যজ্ঞোৎসব	৫৫২

বলভদ্রখণ্ড।

১ম অঃ। বলদেবের অবতার-কারণ	৫৫৪
২য় অঃ। সন্ধর্ষণের অবতার-মন্ত্রণা	৫৫৬
৩য় অঃ। জ্যোতিষতীর উপাখ্যান	৫৫৯
৪র্থ অঃ। রেবতীর উপাখ্যান	৫৬১
৫ম অঃ। কুরু-বলরাম জন্মোৎসব	৫৬৫
৬ষ্ঠ অঃ। প্রাভুবিবাক কর্তৃক দুর্যোধন- সমীপে রামকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন	৫৬৮
৭ম অঃ। মথুরা লীলা-বর্ণন	৫৭০
৮ম অঃ। দ্বারকা লীলা বর্ণন	৫৭৬
৯ম অঃ। রাসকৌড়া কথন	৫৭৭
১০ম অঃ। বলরামপূজাপদ্ধতি	৫৭৯
১১শ অঃ। বলরাম ভোজ	৫৮২
১২শ অঃ। বলরাম কবচ	৫৮৩
১৩শ অঃ। বলরাম সহস্রনাম	৫৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।
বিজ্ঞানখণ্ড ।	
১ম অঃ। স্বরিকায় উগ্রসেনসভায় ব্যাসের আগমন	৫৯৪
২য় অঃ। ব্যাস কর্তৃক লোকগতি বর্ণন	৫৯৬
৩য় অঃ। নিষ্ঠুর ভক্তিমোগ্য কথন	৫৯৮
৪র্থ অঃ। ভক্তিমাহাত্ম্য	৬০০
৫ম অঃ। ভক্তির উৎকর্ষ	৬০২
৬ষ্ঠ অঃ। হরিমাক্ষরপ্রতিষ্ঠা বর্ণন	৬০৪
৭ম অঃ। রাজসেবা কথন	৬০৬
৮ম অঃ। মহাপূজা বিধি বর্ণন	৬০৮
৯ম অঃ। মহাপূজা প্রকার কথন	৬১০
১০ম অঃ। পরব্রহ্ম নিরূপণ	৬১৪

অশ্বমেধখণ্ড ।

১ম অঃ। গর্গ-বজ্রনাভ সংবাদ	৬১৯
২য় অঃ। কৃষ্ণলীলা-বর্ণন	৬২২
৩য় অঃ। কৃষ্ণকথা কীর্তন	৬২৫
৪র্থ অঃ। কৃষ্ণ কর্তৃক পারিজাত হরণ	৬২৭
৫ম অঃ। ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ	৬৩০
৬ষ্ঠ অঃ। কৃষ্ণ চরিত বর্ণন	৬৩৪
৭ম অঃ। উগ্রসেনের অশ্বমেধ যজ্ঞোদ্ভোগ	৬৩৫
৮ম অঃ। অশ্বমেধের অন্বনির্ণয়	৬৩৯
৯ম অঃ। উগ্রসেন সভায় গর্গাগমন	৬৪০
১০ম অঃ। উগ্রসেন ও কচিমতী-সংবাদ	৬৪৪
১১শ অঃ। অশ্বমেধের অশ্বপূজা	৬৪৭
১২শ অঃ। অনিরুদ্ধের বিজয়ান্তর্ধে	৬৫০
১৩শ অঃ। দিগ্বিজয়ার্থ যত্নসৈন্তের অভিযান	৬৫১
১৪শ অঃ। অনিরুদ্ধের দিগ্বিজয়-যাত্রা	৬৫৫
১৫শ অঃ। অনিরুদ্ধ-যুদ্ধসজ্জা	৬৫৮
১৬শ অঃ। চম্পাবতীপুর বিজয়	৬৬১
১৭শ অঃ। স্বীরাজ্য বিজয়	৬৬২

১৮শ অঃ। অনিরুদ্ধ বিজয়ে বিমানাগমন	৬৬২
১৯শ অঃ। অনিরুদ্ধ সমীপে বকাসুরা- গমন	৬৭১
২০শ অঃ। উপলঙ্ঘ্য বিজয়	৬৭৩
২১শ অঃ। শুদ্রাবতী বিজয়	৬৭৭
২২ শ অঃ। যাদব সৈন্তের অবস্থিকা গমন	৬৭৮
২৩শ অঃ। সান্দীপনি কর্তৃক অনিরুদ্ধ সমীপে বৈরাগ্য-বর্ণন	৬৮১
২৪শ অঃ। অনিরুদ্ধের রাজপুর- বিভিন্ন	৬৮৩
২৫শ অঃ। বশল কর্তৃক অশ্বমেধের অশ্বাপহরণ	৬৮৭
২৬শ অঃ। অশ্বমেধের যাদব সৈন্তের উপদ্বীপে গমন	৬৮৯
২৭শ অঃ। যাদবগণ কর্তৃক সেতু বন্ধন	৬৯১
২৮শ অঃ। দৈত্যগণের অনিরুদ্ধসহ যুদ্ধ- মন্তব্য	৬৯২
২৯শ অঃ। যাদব ও অনুরগণের যুদ্ধ	৬৯৬
৩০শ অঃ। উর্জকেশ ও নদাসুরবধ	৬৯৯
৩১শ অঃ। সিংহ-কুশাবধ	৭০২
৩২শ অঃ। বশল কর্তৃক সেনাপতির পুত্র বধ	৭০৪
৩৩শ অঃ। মৃত বশলপুত্রের জীবন- প্রাপ্তি	৭০৭
৩৪শ অঃ। দৈত্য যাদব যুদ্ধ বর্ণন	৭১২
৩৫শ অঃ। দানব যুদ্ধে যাদব জয়	৭১৫
৩৬শ অঃ। বশল পুত্র কুনন্দনবধ	৭১৯
৩৭শ অঃ। দৈত্যসহায়ার্থ সমাগত ভৈরব মোহন	৭২২
৩৮শ অঃ। অনিরুদ্ধ সহায়ার্থ কৃষ্ণাগমন	৭২৫
৩৯শ অঃ। অনুর যুদ্ধে অনিরুদ্ধবিজয়	৭২৮
৪০শ অঃ। কৃষ্ণসহ যাদব সৈন্তের ব্রজ প্রবেশ	৭৩০
৪১শ অঃ। রাধাকৃষ্ণ মিলন	৭৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
৪২শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭০৫	৫৮শ অঃ। কৃষ্ণাঙ্কনে মৃত কংসাদি ভ্রাতৃ-	
৪৩শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭৪২	গণের বৈকুণ্ঠ হইতে 'উগ্রসেন' সভায়	
৪৪শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭৪৩	আগমন এবং কংসের প্রতি তাহাদের	
৪৫শ অঃ। রাসক্রীড়া	৭৪৬	উপদেশ	৭৮৪
৪৬শ অঃ। রাসক্রীড়া সমাপ্তি	৭৪৯	৫৯শ অঃ। কৃষ্ণের সহস্র নাম	৭৮৬
৪৭শ অঃ। যাদবগণের ব্রজপুর হইতে		৬০শ অঃ। রাধাকৃষ্ণের গোলোকাগমন	৭৯৮
যাত্রা	৭৫২	৬১শ অঃ। একাদশীমাহাত্ম্য বর্ণন	৮০০
৪৮শ অঃ। কোরবগণ কর্তৃক অশ্বগ্রহণ	৭৫৪	৬২শ অঃ। বজ্রনাভের প্রতি গর্গাচার্যের	
৪৯শ অঃ। যাদব-কোরব-যুদ্ধ	৭৫৭	বিবিধ উপদেশ প্রদান ও বিদায়-	
৫০শ অঃ। যাদবগণকর্তৃক হস্তিনাপুর		গ্রহণ, বজ্রনাভ কর্তৃক মথুরা ও	
বিজয়	• ৭৬০	বৃন্দাবনে দেবপ্রতিষ্ঠা এবং পুত্রকে	
৫১শ অঃ। যাদবগণের কৌন্তলক		রাজ্যপ্রদানপূর্বক গোলোকে গমন	
পুর গমন	৪৬৩	ও গ্রন্থ-সম্পূর্ণি	৮০৫
৫২শ অঃ। চন্দ্রহাস-অনিরুদ্ধ মিলন	৭৬৭		
৫৩শ অঃ। যাদবগণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন			
ও উগ্রসেনসভায় উদ্ধব প্রেরণ	৭৬৯		
৫৪শ অঃ। দ্বারকায় যজ্ঞার্থে উপস্থিতি	৭৭১		
৫৫শ অঃ। যজ্ঞার্থ গোমতীজলানয়ন,			
নারদ কর্তৃক গোপীগণ মধ্যে কলহ			
প্রবর্তনের চেষ্টা, ভগবানের স্বরূপ			
দর্শন	৭৭৪		
৫৬শ অঃ। অশ্বমেধ সমাপ্তি ও উগ্রসেনের			
যজ্ঞাভিষেক	৭৭৮		
৫৭শ অঃ। জ্ঞান দক্ষিণা প্রদান	৭৮২		

মাহাত্ম্য অঃ ৩।

১ম অধ্যায়। হরপার্কতী সংবাদ	৮০৯
২য় অঃ। মর্ধ্য শাণ্ডিল্য সমীপে মথুরাপ্রতি	
প্রতিবাহর পুত্র প্রাপ্তির উপায় প্রশ্ন	৮১১
৩য় অঃ। গর্গসংহিতা শ্রবণার্থ প্রতিবাহর	
প্রতি শাণ্ডিল্যের উপদেশ	৮১৩
৪র্থ অঃ। সংহিতা মাহাত্ম্য ও নৃপতি	
প্রতিবাহর পুত্রপ্রাপ্তি	৮১৫

সূচিপত্র সমাপ্ত

গঙ্গাসংহিতা

গোলোকখণ্ডঃ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ । ওঁ সরস্বতৌ নমঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং বাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

শরাঙ্কচপস্কর্জাশ্রয়মভৌব বিদ্বেষকং
মিলিন্দমুনিসেবিতং কুলিশকঙ্কচিহ্নাবৃতম্ ।
ক্ষুণ্ণকনকনুপুরং দলিতভক্ততাপভ্রয়ং
চলদ্যতিপদদ্বন্দ্বং হৃদি দধামি রাধাপতে: ॥১

গ্রন্থারম্ভে শ্রীগণপতি পদে প্রণাম ; শ্রীবাণী
চরণে প্রণাম ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী
এবং বেদবাসকে নমস্কার করিয়া তারপর জয়
গ্রন্থ কীর্তন করবে ।

শরৎকালীন প্রফুল্ল কমল-শোভাবিনিন্দী,
মধুকররূপ মূনিজন-সেবিত, বস্ত্র ও পদ্মচিহ্নিত,
উজ্জ্বল সুবর্ণ-নুপুর-শোভিত, ভক্তজনের
জিতাপহারী, বিচ্ছুরিত-কাঙ্ক্ষিত্বক্ক রাধাকাঙ্কের

বদনকমলনির্ঘদযন্ত পীষুষমাঢ্যঃ
পিবতি জনবরোহয়ং পাতু সোহয়ং গিরং মে
বদরবণবিহারঃ সত্যবত্যাঃ কুমারঃ
প্রণতহরিতহারঃ শাস্ত্রধর্মাবতারঃ ॥ ২
কদাচির্নৈমিষারণো শ্রীগণো জ্ঞানিনাং বরঃ ।
আযযৌ শৌনকং দ্রষ্টুং তেজস্বী যোগভাস্করঃ ॥৩
তং দৃষ্ট্বা সহসোৎথায় শৌনকো মুনিভিঃ সহ ॥
পূজয়ামাস পাদ্যাদৌরূপচারৈবিধানতঃ ॥ ৪

পদদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করি । ষাঁহার বদনকমল
হইতে সর্বপ্রথম শাস্ত্র-সুধা নিঃসান্ধিত হওয়ায়
সাধু মানব তাহা পান করিতে সমর্থ হন, সেষ্ট
বদরীবনবিহারী প্রণত-হরিতহারী বিষ্ণুর অব-
তার সত্যবতী-তনয় বেদবাস আমার বাক্য
রক্ষা করুন । যোগে স্বর্ধ্য-সদৃশ তেজস্বী
মহর্ষি জ্ঞানবর গণ এক সময়ে শৌনক ঋষির
সাক্ষাৎকার কামনায় নৈমিষারণে আগমন

শৌনক উবাচ

সত্যং পর্যটনং ধন্তং গৃহিণাং শাস্ত্রে স্মৃতম্ ।
নৃণামন্তমোহারী সাধুরেব ন ভাস্করঃ ॥ ৫
তস্মায়ে হৃদি সন্তুতং সন্দেহং নাশয় প্রভো ।
কতিধা ত্রিহরেক্ষিকোরবতারো ভবত্যলম্ ॥ ৬

শ্রীগর্গ উবাচ ।

সাধু পুংসু ত্বয়া ব্রহ্মন্ ভগবদ্বংশবর্ণনম্ ।
শুভতাং গদতাং যদৈ পৃচ্ছতাং বিতনোতি শম্ ॥
অত্রৈবোদাহরন্ত্যমিতাহং পুরাতনম্ ।
বশ্ত্র শ্রবণমাত্রেন মহাদোষঃ প্রশম্যতি ॥ ৮
মিথিলানগরে পূৰ্ণং বহলাশ্বঃ প্রতাপবান্ ।
ত্রিককভক্তঃ শাস্ত্রাশ্চা বভূব নিরহঙ্কৃতিঃ ॥ ৯
অহরাদাগতং দৃষ্ট্বা নারদং মুনিসন্তমম্ ।
সম্পূজ্য চাসনে স্থাপ্য কৃতান্তলিরভাষত ॥ ১০
শ্রীজনক উবাচ ।
যোহিনাদিরাশ্চা পুরুষো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

করেন । শৌনক গর্গ ঋষিকে সমাগত দেখিয়া
অত্যন্ত মুনিগণসহ তৎক্ষণাৎ গাত্ৰোত্থানপূর্বক
পাদ্যাদি উপচার দ্বারা যথাবিধি তাঁহার পূজা
করিলেন । শৌনক কহিলেন,—গৃহিণ্যের
শাস্ত্রের নিমিত্তই সাধুগণের পর্যটন, স্মৃত্যং
তাঁহা ধন্ত ; কেননা, সাধুজনই মানবসমূহের
অন্তরতমোহারী হন, ভাস্কর নহেন ; অতএব
হে প্রভো ! মদীয় হৃদয়গত সন্দেহ দূর করুন ।
ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার কত প্রকার, তাহা
বিস্তারপূর্বক বলুন । গর্গ বলিলেন,—হে
ব্রহ্মন্ ! তুমি উদ্ভূত প্রশ্ন করিয়াছ, ভগবদ্বংশ-
বর্ণন বিষয়ে বক্তা শ্রোতা এবং প্রশ্নকর্তা
সকলেরই মঙ্গল হয় । এ বিষয়ে এক পুরাতন
ইতিহাস দৃষ্টান্ত-স্বরূপে উল্লিখিত আছে, ইহার
শ্রবণমাত্রই মাথুষের মহাদোষ উপশমিত
হয় । পূর্বে মিথিলানগরে প্রতাপবান্ নিরহঙ্কৃতি
ককভক্ত শাস্ত্রাশ্চা নৃপতি বহলাশ্ব বাস
করিতেন । তিনি একদা আকাশপথে
সমাগত মুনিসন্তম নারদকে দর্শন করত
তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে আসনে
উপবেশন করাইয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি-

কস্মাস্তম্ সমাযন্তে তন্মে ক্রুহি মহামতে ॥ ১১

শ্রীনরদ উবাচ ।

গোসাধুদেবতাবিপ্রবেদানাং রক্ষণায় বৈ ।
তত্ত্বং ধন্তে হরিঃ সাক্ষাস্তগবানাস্ত্রলীলায় ॥ ১২
যথা নটঃ স্বলীলায়াং মোহিতো ন পরস্তথা ।
অন্তে দৃষ্ট্বা চ তন্মায়াং মুমুহুস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩
শ্রীজনক উবাচ ।

কতিধা ত্রিহরেক্ষিকোরবতারো ভবত্যলম্ ।
সাধুনাং রক্ষণার্থং হি কৃপয়া বদ মাং প্রভো ॥ ১৪
শ্রীনরদ উবাচ ।

অংশাংশোহংশস্তথাবেষঃ কলাঃ পূর্ণঃ প্রকথ্যতে
ব্যাসাদ্যেচ স্মৃতঃ যষ্টঃ পারিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫
অংশাংশস্ত মরীচ্যাতিরংশা ব্রহ্মাদয়স্তথা ।
কলাঃ কপিলকৃষ্ণাদ্যা অবেষা ভার্গবাদয়ঃ ॥ ১৬
পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ খেতদ্বীপাধিপো হরিঃ ।
বৈকুণ্ঠোহপি তথা যজ্ঞো নরনারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭

লেন । ১—১০ । মিথিলাধিপতি বলিলেন,—
হে মহামতে ! যিনি অনাদি আত্মা প্রকৃতির
অতীত পুরুষ ভগবান্, তিনি কি নিমিত্ত দেহ
ধারণ করেন, তাহা আমাকে বলুন ।
নারদ বলিলেন,—গো, সাধু, দেবতা, বিপ্র
ও বেদের রক্ষার জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি
আস্ত্রলীলায় তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন । নট
যেমন নিজ লীলা-বলাসে বিমোহিত হয় না,
পরন্তু অপবে হইয়া থাকে ; তজ্জন্ম ভগবানের
মাদ্যদর্শনে মানবগণ যে বিমোহিত হয়, তাহাতে
আর সংশয় থাকিতে পারে না । মিথিলারাজ
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো ! সাধুগণের
রক্ষণার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর কত প্রকার অবতার
হয়, কৃপাপূর্বক আমার নিকট তাহা বিস্তৃতরূপে
বর্ণন করুন । নারদ বলিলেন,—অংশাংশাবতার,
অংশাবতার, অবেষাবতার, কলাবতার, পূর্ণা-
বতার এবং পারিপূর্ণতমাবতার—ব্যাসাদি এই
ছয় প্রকার অবতার নির্দেশ করিয়াছেন ।
মরীচ প্রভৃতি ঋষিগণ অংশাংশাবতার,
ব্রহ্মা ২ শাবতার, কপিল কৃষ্ণাদি কলাব-
তার, পাণ্ডবামাদি অবেষাবতার ; নৃসিংহ, রাম,

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণে ভগবান্ স্বয়ম্ ॥
 অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতিগোলোকে ধাম্নি রাজতে ॥১৮
 কার্ধ্যাধিকারং কুর্বন্তঃ সদাংশান্তে প্রাকীর্তিতাঃ ।
 তৎকার্ধ্যভারং কুর্বন্তস্তেহাংশা বিদিতাঃ প্রভো
 যেষামন্তর্গতো বিষ্ণুঃ কার্ধ্যং কৃৎস্না বিনির্গতঃ ।
 নানাবেশাবতারাংশ্চ বিদ্ধি রাজয়্যহামতে ॥ ২০
 ধর্ম্যং বিজ্ঞায় কৃৎস্না যঃ পুনরন্তরধীয়ত ।
 যুগে যুগে বর্তমানঃ সোহবতারঃ কলা হরেঃ ॥ ২১
 চতুর্ভূত্যাহো ভবেদ্যত্র দৃশ্যন্তে চ রসা নব ।
 অতঃ পরং চ বীর্থাণি স তু পূর্ণং প্রকথ্যতে ॥২২
 যস্মিন্ সর্বাণি তেজাংসি বিলীয়ন্তে স্বতেজসি ।
 তং বদন্তি পরে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥২৩
 পূর্ণস্ত লক্ষণং যত্র যং পশুন্তি পৃথক্ পৃথক্ ।
 ভাবেনাপি জনাঃ সোহয়ং পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥২৪

শ্বেতবীপাধিপতি, হরি, বৈকুণ্ঠ, যজ্ঞ, নরনারায়ণ ইহারা পূর্ণাবতার ; আর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতমাবতার বলিয়া অভিহিত । ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর গোলোকধামে বিরাজিত আছেন । সর্বদা ঐহারা কার্যের অধ্যাক্ষতা করেন, তাঁহারা বিভূ ভগবানের অংশাবতার ; ঐহারা সেই কার্ধ্য নিম্পন্ন করেন, তাঁহারা অংশাংশাবতার ; আর স্তব্য বিষ্ণু ঐহাদের হৃদয়* মধ্যে কার্ধ্যানুষ্ঠানের উপদেষ্টারূপে আবিষ্ট হইয়া পুনরায় বহির্গত হইয়া আইসেন, হে রাজন ! তাঁহারা আবেশাবতার বলিয়া জানিবেন । হে মহামতে ! যিনি সম্যক্রূপে ধর্ম্য বিদিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠানপূর্বক তিরোহিত হন এবং যিনি যুগে যুগে বর্তমান থাকেন, তিনি ভগবান্ হরির কলাবতার । ঐহাতে বাসুদেবাদি চতুর্ভূত ও নববিধ রস বিদ্যমান এবং যিনি প্রভূত পরাক্রম, তিনি পূর্ণাবতার নামে কথিত । ঐহার নিজ তেজে সর্বপ্রকার তেজ বিলীন হয়, সন্তমগণ তাঁহাকে পরিপূর্ণতম অবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । এই অবতারে পূর্ণের লক্ষণ বিদ্যমান এবং জনগণ নিজ নিজ ভাবাবেশে ইহাঁকে পৃথক পৃথক রূপে পরিদর্শন করে ।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণে নাস্তি এব হি ।
 এককার্ধ্যার্থমাগত্য কোটিকার্যং চকার হ ॥২৫
 পূর্ণঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমোত্তমঃ
 পরাংপরো যঃ পুরুষঃ পরেশ্বরঃ ।
 স্বয়ং সদানন্দময়ঃ রূপাকরঃ
 গুণাকরঃ তং শরণং ব্রহ্মায়হম্ ॥ ২৬

ত্রিগর্গ উবাচ ।

তচ্ছ্রীহা ইর্ষিতো রাজা রোমাঞ্চী প্রেমবিস্মলঃ ।
 প্রায়ুষ্ঠ নেত্রেহক্ষপূর্ণে নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৭
 ত্রিবিলাস উবাচ ।
 পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণঃ কেন হেতুনা ।
 আগতো ভারতে খণ্ডে দ্বারাবত্যাং বিরাজতে ॥
 তস্ত গোলোকনাথস্ত গোলোকং ধাম সুন্দরম্ ।
 কস্মাৎপরিমেয়াণি ক্রীহ ব্রহ্মন্ বৃহন্মুনে ॥ ২৯
 যদা তীর্থটনং কুর্বন্ত তজয়্য তপঃপরঃ ।
 তদা সংস্কমেত্যাণ্ড শ্রীকৃষ্ণং প্রায়ুয়াব্রবঃ ॥ ৩০
 শ্রীকৃষ্ণদাসস্ত চ দাসদাসঃ
 কদা ভবেয়ং মনসার্কচিন্তঃ ।

তজ্জন্ত ইহাঁকে পরিপূর্ণতম অবতার বলা হয় । স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই পরিপূর্ণাবতার, অন্ত কেহ নহেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একটা কার্যের জন্ত অবতীর্ণ হইয়া কোটি কোটি কার্ধ্য করিয়া থাকেন । তিনি পূর্ণ পুরাণ পুরুষোত্তমোত্তম পরাংপর পরম পুরুষ পরমেশ্বর ; আমি সেই স্বয়ং সদানন্দময় রূপাকর গুণাকর শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই । ১১—২৬ । গর্গ বলিলেন,—
 মিথিলাপতি ইহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট রোমাঞ্চিত-
 গাত্র ও প্রেমবিস্মল হইয়া আনন্দাক্ষপূর্ণ নেত্র-
 দ্বয় পরিমার্জনপূর্বক দেবর্ষি নারদকে বলিতে
 লাগিলেন । বহলাংশ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ !
 সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কি নিমিত্ত
 ভারতে আগমনপূর্বক দ্বারকায় বিরাজ
 করিতেছেন ? হে মুনিসত্তম ! সেই গোলোক-
 নাথের সুন্দর গোলোকধাম ও তাঁহার অপরি-
 মেয় কস্মৎসমূহ কীর্ত্তন করুন । মানব যখন
 শত শত জন্ম তীর্থ-পর্যটনপূর্বক তপঃপরাষণ
 চট্টগ সংস্কলাভে সমর্থ হয়, তখনই আশু

যেঃ হৃৎভো দেববরৈঃ পরাশ্রা

স মে কথং গোচর আদিদেবঃ ॥ ৩১

শ্রীনারদ উবাচ ।

ধন্যস্য রাজশাঙ্গিল শ্রীকৃষ্ণেষ্টো হরিপ্রিয়ঃ ।

তুভ্যং চ দর্শনং দাতুং ভক্তেশোহত্মাগমিষ্যতি ॥

আং নৃপ ঋতদেবং চ দ্বিজদেবো জনাঙ্গিনঃ ।

স্মরতালং দ্বারকায়ামহোভাগ্যং সত্যমিহ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীগর্গসংহিতায়াং গোলোকখণ্ডে নারদ-

বহলাংশসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমহাশ্রাবণং নাম

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ ।

জিহ্বা লক্ণা পি যঃ কৃষ্ণং কীর্তনীয়ং ন কীর্তয়েৎ
লক্ণা পি মোক্ষনিশ্চয়ীং স নারোহতি দুর্য়তিঃ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আহা ! আমি
কখন শ্রীকৃষ্ণদাসের দাসান্বদাস হইব, কখন
আমার মন কৃষ্ণপ্রেমে আর্দ্র হইবে, যিনি দেব-
বরগণের ও হৃৎভ, সেই পরমাশ্রা আদিদেব কৃষ্ণ
কখন আমার হৃদয়গোচর হইবেন ? নারদ
বলিলেন,—হে নৃপশাঙ্গিল ! শ্রীকৃষ্ণ তোমার
অভীষ্ট, তুমি হরিপ্রিয়, অতএব তুমি ধন্য ;
তোমাকে দর্শন দিবার জন্য ভক্তপালক ভগ-
বান এইস্থানে উপস্থিত হইবেন । অহো !
ভূতলে সাধুগণের কি সৌভাগ্য ! হে নৃপ !
তোমাকে এবং নৃপতি ঋতদেবকে দ্বিজদেব
জনাঙ্গিন দ্বারকায় থাকিয়া বিশেষরূপে স্মরণ
করিয়া থাকেন । ২৭—৩৮ ।

গোলোকখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—যে ব্যক্তি জিহ্বা লাভ
করিয়াও কীর্তনীয় কৃষ্ণগুণ কীর্তন না করে, সে
দুর্য়তি মোক্ষের সোপান প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে

অথ তে সম্ভবক্ষ্যামি শ্রীকৃষ্ণাগমনং ভূবি ।

অগ্নিন্ বারাহকল্পে বৈ যদুভ্যং তচ্ছৃণু প্রভো ॥২

পুরা দানবদৈত্যানাং নরাণাং খলু ভূভুজাম্ ।

ভূরিভারসমাক্রান্তা পৃথ্বী গোরূপধারিণী ॥ ৩

অনাথবক্রদন্তীব বেদয়ন্তী নিজব্যথাম্ ।

কম্পয়ন্তী নিজং গাত্রং ব্রহ্মাণং শরণং গতা ॥ ৪

ব্রহ্মাখাশ্রান্তা তাং সদাঃ সর্বদেবগণৈর্বৃত্তাঃ ।

শঙ্করেন সমং প্রাগাচ্ছৈকুণ্ঠং মানদ্যং হরেঃ ॥ ৫

নহা চতুর্ভুজং বিষ্ণুং স্বাতিপ্রায়ং জগাদ হ ।

অথোদ্বিগ্নং দেবগণং শ্রীনাথং প্রাহ তং বিধিম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কৃষ্ণং স্বয়ং বিগণিতাওপতিং পরেশং

সাক্ষাদখণ্ডমতিদেবমতীব লীলম্ ।

কার্য্যং কদাপি ন ভবিষ্যতি যং বিনা হি

গচ্ছাণ্ড তস্তা বিশদং পদমব্যয়ং হম ॥ ৭

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

হন্তুঃ পরং ন জানামি পরিপূর্ণতমং স্বয়ম্ ।

আরোহণ কারতে সমর্থ হয় না । হে প্রভো:

নৃপ ! এই বরাহকল্পে শ্রীকৃষ্ণের ভূতলে

যেরূপে আগমন হইয়াছিল, অনন্তর তাহা

তোমার নিকট সম্যকপ্রকারে কীর্তন করি-

তেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে পৃথিবী ছুটি

দানবদৈত্য নর ও নরপতিগণকর্তৃক অত্যন্ত

ভারাক্রান্ত হইয়া গোকপ ধারণপূর্বক অনাথার

জায় রোদন করিতে করিতে কম্পিত কলেবরে

ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া নিজ বেদনা নিবেদন

করেন । অনন্তর ব্রহ্মা তাহাকে আশ্রয়

করিয়া সমস্ত দেবতার সহিত শঙ্করকে সঙ্গে

লইয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান হরির বৈকুণ্ঠধামে

আগমন করিলেন । অনন্তর চতুরানন

চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে প্রণামপূর্বক নিজ অভি-

লাষ জ্ঞাপন করিলে দেবগণকে উদ্বিগ্ন দর্শন

করিয়া তিনি ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন ।

১—৬। ভগবান বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, পরেশ, অখণ্ড, সর্বদেববর

ও অখিল লীলাময়, তিনি ভিন্ন কোন কার্য্যই

সম্পন্ন হইবে না ; অতএব তুমি সহর ভীহার

যদি যোহন্তস্তস্মৈ সাক্ষাৎলোকং দর্শয় নঃ প্রভো ॥৮

শ্রীনারদ উবাচ ।

ইত্যুক্তোহপি হরিঃ পূর্ণঃ সর্কদেবগণৈঃ সহ ।

পদবীং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডশিখরোপরি ॥ ৯

বামপদাঙ্গুষ্ঠনখভিন্নব্রহ্মাণ্ডমস্তকে ।

শ্রীবামনস্ত বিবরে ব্রহ্মদ্রবসমাকুলে ॥ ১০

জলযানেন মার্গেণ বহিস্তে নির্ঘয়ুঃ সুরাঃ ।

কলিঙ্গবিদ্ববচেদং ব্রহ্মাণ্ডং দদৃশুস্তথঃ ॥ ১১

ইন্দ্রায়ণফলানীব লুপ্তস্ত্যন্তানি বৈ জলে ।

বিলোকা বিশ্মিতাঃ সর্ষে বভূবুর্শকতা ইব ॥ ১২

কোটিশোষোজনান্বিতং বৈ পুরাণামষ্টকং গতাঃ ।

দিব্যপ্রাকাররত্নাদিঙ্গমরন্দমনোহরম্ ॥ ১৩

তদুর্দ্ধং দদৃশুর্দেবা বিরজায়ান্তটং শুভম্ ।

বিশদ অব্যয় ধামে গমন কর । ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি ত আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও পরিপূর্ণতম বলিয়া বিদিত নহি, অতএব হে প্রভো! যদি অস্ত্র কেহ পরিপূর্ণতম থাকেন, তবে তাঁহার নিবাসস্থান আমাদিগকে প্রদর্শন করুন । নাবদ বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সর্ষদেবগণসহ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের শিখরোপরিস্থ স্থান দেখাইতে লাগিলেন । তাঁহারা দেখিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বামনদেবের বামপদাঙ্গুষ্ঠনখে নির্ভিন্ন এক বিবর বিদ্যমান, ঐ বিবর আদি-মন্দাকিনী জলে সমাকুল । সুরগণ সেই বিবর-পথে জলযানে ব্রহ্মাণ্ডের অপরিদিকে আসিয়া পড়িলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে অধোদেশে কলিঙ্গ-বিদ্বব অর্থাৎ ক্ষুদ্র করণ্ডকলের স্থায় দেখিতে পাইলেন । আরও দেখিলেন,—ইন্দ্রায়ণ অর্থাৎ গুঞ্জা ফলের স্থায় কোটি কোটি অস্ত্রাত্ম অনেক ব্রহ্মাণ্ড সেই জলে বিলুপ্ত হইতেছে । তাঁহারা এই সকল অবলোকন করিয়া বিশ্মিত ও যেন চকিত হইলেন । তাহার অর্দ্ধ কোটি যোজন স্থান ব্যাপিয়া আটটা দিব্য পুর বিদ্যমান, সেই সকল মনোহর পুর দিব্য প্রাকার পরিবেষ্টিত এবং রত্ন ও বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত । দেবগণ সেই পুরে প্রবেশ করিলেন

ভরদ্বিতং ক্ষৌমশুভ্রং সোপানৈর্ভাস্বরং পরম্ ॥ ১৪

তং দৃষ্ট্বা প্রচলন্তস্তে তৎপুরং জম্বুকুন্তমম্ ।

অসংখ্যকোটিমার্গশূন্যজ্যোতিষাং মণ্ডলং যত্নং ॥ ১৫

দৃষ্ট্বা প্রতাড়িতাকান্তে তেজসা ধ্বিতাঃ স্তিতাঃ ।

নমস্কৃত্বা তন্তেজো দধৌ বিষ্ণাজ্জয়া বিধিঃ ॥ ১৬

তজ্যোতির্মণ্ডলেহপশুৎ সাকারং ধাম শান্তিময়ং ।

তস্মিন মহাভূতং দীর্ঘং যুগলধবলং পরম্ ।

সহস্রবদনং শেষং দৃষ্ট্বা নেমুঃ সুরাস্ত তঃ ॥ ১৭

তন্ত্রোৎসঙ্গে মহালোকো গোলোকে

লোকবান্দিতঃ ।

যত্র কালঃ কলয়তামীশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ১৮

রাজস্ব প্রভবেন্মায়ামনশ্চিত্তং মতির্হাহম্ ।

ন বিকারো বিশতোব ন মহাংশ্চ গুণাঃ কূতাঃ ॥

তত্র কন্দর্পলাবণ্যাঃ শ্রামসুন্দর্যবগ্রহাঃ ।

এবং দেখিলেন—তাঁহার উর্দ্ধদেশে বিরজা নদী বিদ্যমান । বিরজার তীরভূমি পরমশোভন । তরঙ্গ রেখাসম্বিত ও ক্ষৌম বসনের স্থায় সুশুভ্র তত্রত্য সোপান সমূহ অতুল্যজল । তদ-র্শনে দেবগণ অগ্রসর হইয়া বিরজাতীরস্থ সেই উর্দ্ধতম পুরে প্রবেশ করিলেন । ঐ পুরী যেন অসংখ্য কোটি দিবাকর তুল্য এক মহা জ্যোতির্মণ্ডল । সেই তেজোদর্শনে তাঁহাদের নেত্র প্রসিদ্ধিত হইল, তাঁহারা সেই তেজে ধ্বিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা সেই তেজকে নমস্কার করিয়া তাঁহার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে তিনি সেই জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যে এক শান্তিময় সাকার তেজ দর্শন করিলেন । সেই তেজো-মধ্যে মহাভূত পরম রমণীয় যুগল ধবল সুদীর্ঘ সহস্রবদন শেষনাগ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণ প্রণাম করিলেন । সেই শেষনাগের ক্রোড়ে লোকবান্দিত মহা-লোক গোলোক অবস্থিত, সেই গোলোকে তেজস্বী সংহারকাদিগেরও সংহারক ঈশ্বর বির-জিত রহিয়াছেন । ১৭—১৮ হে রাজন্ । সেন্ধানে মায়ী, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের প্রভাব নাই ; বিকার এবং মহন্তত্ত্বও তথায় প্রবেশ

দ্বারি গন্ত্য চাভূদিতা শুষেধন কৃষ্ণপার্বদাঃ ॥২০

দেবা উচুঃ ।

লোকপালা বয়ং সর্বের ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ্য শক্রাদ্যা আগতা ইহ ॥ ২১

শ্রীনারদ উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা তদভিপ্রায়ং শ্রীকৃষ্ণায় সখীজনাঃ ।

উচুর্দেবপ্রতীহারী গম্বা চান্তঃপুরং পরম্ ॥ ২২

তদা বিনির্গতা কাচিচ্ছতচন্দ্রাননা সখী ।

পীতাম্বরা বেত্রহস্তা সাপৃচ্ছবাহিত্তিঃ সুরান্ ॥ ২৩

চন্দ্রাননোবাচ ।

কস্তাশুস্তাধিপাদে বা যুযং সর্বের সমাগতাঃ ।

বদতাশু গমিষ্যামি তস্মৈ ভগবতে হৃদম্ ॥ ২৪

দেবা উচুঃ ।

অহো! অণ্ডাল্যতাত্মানি নান্মাভির্দর্শিতানি চ ।

একমণ্ডং প্রজানীমোহধোহপরং নাস্তি নঃ শুভে ॥

শ্রীচন্দ্রাননোবাচ ।

ব্রহ্মদেব নৃষ্ঠস্তীহ কোটিশো হৃণ্ডরাশয়ঃ ।

তেষু যুযং যথা দেবাস্তথাগেহেণ্ড পৃথক্ পৃথক্ ॥

নামগ্রামং ন জানীথ কদা নাত্র সমাগতাঃ ।

জড়বুদ্ধা প্রহৃষাধেব গৃহান্নাপি বিনির্গতাঃ ॥ ২৭

ব্রহ্মাণ্ডমেকং জানন্তি যত্র জাতাস্তথা জনাঃ ।

মশংগচ্চ চ যথাস্তঃস্বা ঔদ্বন্দ্বরকলেষু বৈ ॥ ২৮

শ্রীনারদ উবাচ ।

উপহাস্তং গত্বা দেবা ইথং তুষ্টীং স্থিতাঃ পুনঃ ।

চকিতানানতান্ দৃষ্ট্বা বিস্মরুচনমব্রবীৎ ॥ ২৯

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

যস্মিন্নগ্রে পুন্নিগর্ভোহবতারোহভূৎ সনাতনঃ ।

ত্রিবিক্রমনখোস্তিন্নে তস্মিন্নগ্রে স্থিতা বয়ম্ ॥ ৩০

শ্রীনারদ উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা তথ সংস্রাজ্য শীঘ্রমন্তঃপুরং গত্বা ।

করিতে পারে না; গুণের আর কথা কি? তাহার দ্বারদেশে কন্দর্পকাস্তি শ্রীমসুন্দর-বিগ্রহ কৃষ্ণপার্বদগণ বিদ্যমান, দেবগণ তথায় প্রবেশোদ্যত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রমুখ আমরা সকলেই লোকপাল, ইন্দ্রাদি দেবগণসহ আমরা শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। নারদ বলিলেন,—কৃষ্ণপ্রয় প্রতিহারিগণ তাহাদিগের প্রার্থনা শ্রুতিয়া; অন্তঃপুরে প্রবেশপৃথক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অভিনায় জ্ঞাপন করিলেন, তখন পুরমধ্য হইতে পীতাম্বর-পারিহিতা শত শশধরকাস্তি বেত্রহস্তা এক সখী নির্গতা হইয়া সুরগণকে তাঁহাদের মনোরথ জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রাননা বলিলেন,—এখানে সমাগত আপনারা কোন ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তাহা সম্বর বলুন, আমি ভগবানের নিকট গিয়া নিবেদন করিব। দেবগণ বলিলেন,—অহো! আমরা ত একই ব্রহ্মাণ্ড বিদিত আছি, হে শুভে! আমরা অন্ত ব্রহ্মাণ্ড কখন দর্শনও করি নাই এবং অপর ব্রহ্মাণ্ড আছে বলিয়াও আমাদের বিদিত নহে।

চন্দ্রাননা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! এখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিলুপ্তিত হইতেছে; তোমরা যেরূপ তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, তজপ সেই সকল বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডও তোমাদের মত পৃথক পৃথক দেবতা সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন। তোমরা কখনও এখানে আগমন কর নাই এবং সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের নামসমূহও অবগত নহ। জড়বুদ্ধিতেই নিজ-গৃহে প্রসন্নভাবে অবস্থান কর, গৃহের বাহিরে কখন বাহিরও হও নাই। উদ্ভন্দর ফলমধ্যস্থ কীটের যেমন তাহার বাসস্থানটিতে মাত্র জ্ঞান থাকে, সাধারণ জনগণ যেমন নিজ জন্মস্থান—একটীমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে বিদিত; তোমরাও তজপ তোমাদের সেই একই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় বিদিত আছ। নারদ বলিলেন,—দেবগণ এইরূপে উপহাস প্রাপ্ত হইয়া নীরবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণকে চকিত ও আনতবদন দর্শন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—পুন্নিগর্ভ সনাতন ভগবান্ যে ব্রহ্মাণ্ডে বামনরূপে অব-
তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠনখা-
ষাতে যে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভিত হইয়াছিল, আমরা

গোলোকখণ্ড

পুনরাগত্য দেবেতোহপ্যাজ্ঞাং দধা গতা পুরম্
অথ দেবগণাঃ সৰ্বে গোলোকং দদন্তঃ পরম্ ।
তত্র গোবৰ্দ্ধনো নাম গিরিরাজো বিরাজতে ॥ ৩২
বসন্তমানিনীভিঞ্চ গোপীভির্গোপৈর্নন্দিতঃ ।
কল্পবৃক্ষলতাসজৈষ্য রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৩৩
যত্র কৃষ্ণা নদী শ্যামা তোলিকাকোটিমণ্ডিতা ।
বৈদ্যকৃতসোপানান্ স্বচ্ছন্দগতিরুক্তমা ॥ ৩৪
বৃন্দাবনং ভ্রাজমানং দিব্যক্রমলতাকুলম্ ।
চিত্রপক্ষিমধুব্রাতৈর্ভবৎশীবটবিরাজিতম্ ॥ ৩৫
পুলিনে শীতলে বায়ুর্নন্দগামী বহত্যলম্ ।
সহস্রদলপদ্মানাং রজো বিক্ষেপয়মুহুঃ ॥ ৩৬
মধ্যে নিজনিবৃজ্ঞোহস্তি ছাত্রিংশদনসংযুতঃ ।
প্রাকারপরিখায়ুক্তোহরুণাক্ষয়বটাজিরঃ ॥ ৩৭

সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী । নারদ বলিলেন,—
বিষ্ণুবাচক-শ্রবণে সখী চন্দ্রাননা সেই বাক্য
সাদরে গ্রহণ করিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ
করিলেন এবং তখনই পুনরায় আগমন করত
দেবগণকে পুরপ্রবেশে আদেশ দিয়া পূর্ববৎ
পুরমধ্যে প্রস্থিত হইলেন । অনন্তর দেবগণ
সকলেই সেই পরম রমণীয় গোলোক অবলোকন
করিলেন । সেই গোলোকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন
বিরাজিত, গোপগণ পরিবেষ্টিত বসন্ত সময়ে—
চিত্র-ব্যবহারনিপুণ গোপী ও গো-গণ তথায়
অধিষ্ঠিত ; কল্পপাদপের লতাজালে তাঁহাদের
রাসমণ্ডল বিরাড়িত ; সেখানে শ্যামা যমুনা
নদী অনন্ত লহরী তুলিয়া প্রবাহিত ; তাহার
তীর-সোপান-শ্রেণী বৈদ্যাদি রত্নজালে উজ্জ্বল
এবং সেই যমুনা নদীর গতি স্বচ্ছন্দ ।
মনোহর যমুনাতীরে দিব্য রক্ষ ও লতাকীর্ণ
বৃন্দাবন বিরাজিত । বিচিত্র বিহগ, মধুকর ও
বংশীবটে সেই বন অতীব শোভাষিত । সেই
সুশীতল যমুনা পুলিনে সহস্রদল পদ্মের
পরাগ ইত্যন্তঃ প্রক্ষেপপূর্বক মুহুমুদ গামী
গন্ধবহ পর্যাপ্তরূপে মুহুমুহুঃ প্রবাহিত । সেই
বৃন্দাবন মধ্যে ছাত্রিংশৎ বনবিরাজিত ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণের নিজ নিকুঞ্জ অবস্থিত ; সেই নিকুঞ্জ
প্রাকার ও পরিখায়ুক্ত এবং তাহার প্রাক্ষপে

সপ্তধা পদ্মরাগাখ্যাজিরকুঞ্জবিভূষিতঃ ।
কোটীন্দ্রমণ্ডলাকারৈর্বিভক্তানৈর্গলিকাত্ম্যতিঃ ॥ ৩৮
পতৎপতাকৈর্দ্বিবিভক্তৈঃ পুষ্পমন্দিরবৎস্থতিঃ ।
জাতভ্রমরসঙ্গীতো মন্তবাহিনিকখনঃ ॥ ৩৯
বালাক্কুণ্ডলধরাঃ শতশ্রেণীভাঃ স্রিয়ঃ ।
স্বচ্ছন্দগতয়ো রত্নৈঃ পশ্চন্ত্যঃ সুন্দরং মুখম্ ॥ ৪০
রত্নাজিরেষু ধাবন্তো হারকেয়ুরভূষিতাঃ ।
কর্ণনু পুরকিঙ্কিণ্যচ্ছত্ভামণিবিরাজিতাঃ ॥ ৪১
কোটিশঃ কোটিশো গাবো দ্বারি দ্বারি মনোহরাঃ
শ্বেতপর্কতসঙ্কাশা দিব্যভূষণভূষিতাঃ ॥ ৪২
পরিশ্রিত্তকর্ণ্যক শীলরূপগুণৈর্যুতাঃ ।
সবৎসাঃ পীতপুচ্ছাশ্চ ব্রজন্ত্যো ভব্যমূর্তিকাঃ ॥ ৪৩
ঘণ্টাশ্চঞ্জীরসংরাবাঃ কিঙ্কণীজালমণ্ডিতাঃ ।
হেমশৃঙ্গো হেমতুল্যহারমালাঃ সুরংপ্রভাঃ ॥ ৪৪

অরুণবর্ণ অক্ষয় বট বিদ্যমান ; পদ্মরাগাদি
সপ্তপ্রকার মণিধারা তত্রত্য অঙ্গন ও ভিত্তিভূমি
বিভূষিত ; কোটি কোটি চন্দ্রমণ্ডলের মত
বিতান শ্রেণীদ্বারা সেই অঙ্গন পরিশোভিত ;
দিব্যাকান্তি পতাকা তথায় পতপত উড়িতেছে,
সেই অঙ্গনপথে পুষ্পমন্দির বিদ্যমান, মধুকরগণ
তথায় গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে ; মন্ত
ময়ূরব ও কোকিলকুঞ্জে সেই কুঞ্জ মুখরিত
হইতেছে । বালকের আকার সদৃশ কুণ্ডল-
ধারিণী শত শশধরশোভাশালিনী রমণীগণ
স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করত রত্নশোভা সম-
ধিত সুন্দর বদন পরস্পর সন্দর্শন করিতে-
ছেন । সেই চূড়ামণিশোভিতা হারকেয়ুরভূষিতা
ভামিনীরা যখন অঙ্গন মধ্যে ধাবমান, তখন
তাঁহাদের নুপুর ও কিঙ্কণী হইতে কণ কণ ধ্বনি
উত্থিত হইতেছে । ১২—৪১ । শ্বেত শৈল-
সদৃশী দিব্যভূষণ-ভূষিতা কোটি কোটি মনো-
হরা গো দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে ;
তাহারা তরুণী পরশ্বিনী শান্তমুখা ও রূপ-
গুণে মনোরমা । শান্ত ভাবে ভ্রমণীলা সেই
সকল গো সবৎসা ও তাহাদের পুচ্ছ পীতবর্ণ ;
তাহাদের গলদেশে ঘণ্টা এবং পাদদেশে
মঞ্জীর ও কিঙ্কণী জাল হইতে সুমুগ্ধ রব